চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৪.১২.১০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মাফিয়া চক্রের কাছে কোন ইউনিভার্সিটি বন্ধক দেওয়া যাবে না: মেয়র ডা. শাহাদাত

আইনি প্রক্রিয়ায় প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করা হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে কেউ প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্দখল করতে না পারে সে বিষয়ে আইনি কাঠামো গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।মঙ্গলবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি নিয়ে প্রেস কনফারেন্সে ইউনিভার্সিটির মালিকানা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন মেয়র ডা. শাহাদাত।মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের টাকায় প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৩ সালেও চসিকের নিজস্ব ফান্ডের ৪৭ কোটি টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির ভূমি কেনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি পরবর্তীতে বেদখল হয়ে যায়। "বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অস্থিরতার কারণে শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা নিশ্চিত করতে চাই, এই সংকটের দ্রুত সমাধান হবে এবং শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক পরিবেশে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। চসিক একটি পেশাদার পরিচালনা পর্ষদ গঠনের পরিকল্পনা করছে, যেখানে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হবে। আমরা প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিকে আবারো সুশৃঙ্খল এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মেয়র বলেন, কোন পরিবারতন্ত্র বা কোন মাফিয়া চক্রের কাছে কোন ইউনিভার্সিটি বন্ধক দেওয়া যাবে না। ইনশআল্লাহ অত্যন্ত সততার সাথে, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার জন্য চেষ্টা করছি। আমি আমাদের আইন কর্মকর্তাকে বলেছি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন রুলস করা হবে যাতে কোন মেয়র বা প্রভাবশালী পরবর্তীতে এটাকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে যাতে করায়ত্ব করতে না পারে। এটা আমি আপনাদেরকে আজকে এখানে বসে কমিটমেন্ট করছি।

"আমাদেরকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী যদি কাজগুলো করতে পারি তাহলে আজকে যে হাজার হাজার অভিভাবক ছাত্রছাত্রীরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে অত্যন্ত করুণভাবে যে এখন কি হবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেটা আশা করি একটা সুন্দর সফলতা দেখবে এবং সফলভাবে এই ইউনিভার্সিটি সুনামের সাথে চলবে। তবে আমি আবারও বলছি যে মাফিয়া চক্রের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই মাফিয়া চক্রের বাইরে গিয়ে আরেকটা মাফিয়া চক্র সেখানে যাতে ঢুকতে না পারে এ ব্যাপারে সাংবাদিকবৃন্দ, দেশবাসী, চট্টগ্রামবাসী আপনাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।" পর্যায়ক্রমে চসিকের বেদখল হওয়া অন্যান্য সম্পত্তিও পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দেন মেয়র।সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ও অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি। প্রাক্তন মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, মালিকানা প্রশ্নে সিভিল কোর্টে আবেদন করার সুযোগ থাকলেও তা কখনো করা হয়নি। এই কারণে, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মালিকানার বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের অধিকার কখনো চ্যালেঞ্জ হয়নি। তবে, একটি বিশেষ পক্ষ এটি দখল করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল, যা আমরা দুর্বৃত্তায়ন হিসেবে বিবেচনা করি।"৫ আগস্টের পর, সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমরা সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠিয়েছি এবং ইউজিসির সহায়তা কামনা করেছি। চট্টগ্রামের মাননীয় মেয়র, যিনি নগর পিতা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং নগরবাসীর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, আমাদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করছি, আগামী এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আমরা প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারব। তবে, পরিস্থিতি যেহেতু জটিল হয়ে উঠেছে, অস্থিরতা দূর করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সিটি কর্পোরেশন এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ দূর করা এবং শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা।"সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, আইন কর্মকর্তা মহিউদ্দিন মুরাদ, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ)।

চট্টগ্রামে উন্নয়ন প্রকল্প ও জনসাধারণের সুবিধার্থে মেয়রের উদ্যোগ

সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন নতুন উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। জাম্বুরি মাঠ নিয়ে মেয়র বলেন, "মাঠের অভাব শহরের বড় সমস্যা। জাম্বুরি মাঠটি যাতে সাধারণ মানুষ খেলার জন্য ব্যবহার করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হবে। আমরা মাঠটিকে সম্পূর্ণ খেলার উপযোগী করার পরিকল্পনা করছি এবং সেখানে কোনো কমিউনিটি হল থাকবে না। এটি একটি উন্মুক্ত খেলার মাঠ হবে।"আশকার দিঘি নিয়ে মেয়র জানান, "দিঘিটি রক্ষা এবং স্থানীয় মানুষের জন্য হাঁটার জায়গা তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। আশপাশের অবৈধ দখলকারীদের সরিয়ে আমরা সেখানে ওয়াকওয়ে তৈরি করবো। দিঘির পরিবেশ রক্ষা এবং তা জনকল্যাণে ব্যবহারের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বাধীনতা পার্কের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে চাই। এখানে এবং বিপ্লব উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য ইতিহাস সংরক্ষণ করা হবে। এটা

শুধুমাত্র একটি পার্ক নয়, এটি একটি শিক্ষামূলক স্থান হবে।"আমবাগানে শহীদ ওয়াসিম আকরাম পার্ক নিয়ে মেয়র বলেন, "চট্টগ্রামের হিল এরিয়াগুলোর মধ্যে শহীদ ওয়াসিম আকরাম পার্ক অন্যতম। এখানে হিল এরিয়া সংরক্ষণের পাশাপাশি একটি সুন্দর পার্ক তৈরি করা হবে। এটি শুধুমাত্র একটি বিনোদন কেন্দ্র নয়, এটি পরিবেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জেব্রা ক্রসিং তৈরির কাজ শুরু করেছি। এটি সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। আমরা অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। যারা শহরের গুরুত্বপূর্ণ জমি এবং দিঘি দখল করেছে, তাদের সরিয়ে নেওয়া হবে। উন্নয়নকাজের জন্য সব জায়গা পুনরুদ্ধার করা হবে।
সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেয়র বলেন, "আপনারা আমাদের পাশে থাকলে আমরা আরও দ্রুত এবং সফলভাবে কাজ এগিয়ে নিতে পারবো। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনারা এই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করুন।" চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শহরের উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষায় যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা নগরবাসীর মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ফুটবল একাডেমী অলিম্পিক আয়োজিত রাত্রিকালীন টুর্ণামেন্ট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মেয়র
খেলাধুলা আমাদের যুব সমাজকে মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে রাখতে পারে

বাকলিয়া ফুটবল একাডেমী অলিম্পিকে'র উদ্যোগে গতকাল সন্ধ্যায় বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে রাত্রিকালীন ফুটবল টুর্ণামেন্ট ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়।সোহেল আরমান মো. ফোরকানের সভাপতিত্বে টুর্ণামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক বাদশা, পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডের বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইমরান উদ্দিন, বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জসিম উদ্দিন, মোঃ সাহেদুল আলম, বাকলিয়া থানা যুবদলের সাবেক আহবায়ক ইসমাইল হোসেন লেদু, চকবাজার থানা যুবদলের সাবেক আহবায়ক মোঃ সেলিম, মেয়রের একান্ত সচিব মারুফল হক মারুফ, মোঃ বাবর উদ্দিন ও মোহাম্মদ সাদ্দামুল হক প্রমুখ।প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. শাহাদাত বলেন, “এই মাঠে আমরা ছোটবেলায় খেলেছি, সেই ছোটকালের অলিম্পিক বলা হয় এই টুর্নামেন্টকে। আজ ৪৮ বছর পর এসে মাঠটি দেখে খুবই খারাপ লাগছে। একসময় অনেক সুন্দর থাকা মাঠটি আজ খেলাধুলার অনুপযোগী। এটি পুনরুদ্ধারে পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়োজন।” তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই মাঠ ও তৎসংলগ্ন এলাকার উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে একটি বাজেট বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি মাঠের বাউন্ডারি, স্কুল ভবন এবং নিকটবর্তী ব্রিজের অবনতির কথা উল্লেখ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, এসব অবকাঠামো সংস্কারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের জন্য শিক্ষাউপদেষ্টা ও সচিব এর সাথে আলোচনা করবে। ডা. শাহাদাত বলেন, “খেলাধুলা আমাদের যুব সমাজকে মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে রাখতে পারে। এটি একটি শক্তি, যা আমাদের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।” তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রামের ৪১টি ওয়ার্ডে খেলার মাঠের উন্নয়নে তিনি নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। মেয়র প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, এটি সিটি কর্পোরেশনের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। এটা দখলদারদের থেকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।তিনি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দল এবং আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “এ ধরনের আয়োজন ক্রীড়ামোদীদের বিনোদনের মাত্রা বাড়াবে এবং নতুন প্রজন্মকে খেলার প্রতি আগ্রহী করবে। অতীতের যে অভ্যাস ছিল, তা ফিরিয়ে এনে আমরা দুর্নীতিমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই স্কুল মাঠ পুনঃনির্মান করবো ইনশআল্লাহ।”

সবাই মিলে নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়তে চাই: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলে নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়তে চান বলে মন্তব্য করেছেন।
মঙ্গলবার নগরীর হোটেল সৈকতে কর্ণফুলী এরিয়া প্রোগ্রাম-ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাশে, স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশন, ডব্লিউ এসইউপি, উপকূল, সিডিসি, সবুজের যাত্রা ও কর্ণফুলী কর্মজীবী সমবায় সমিতি লি: এর আয়োজনে ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাশের প্রোগ্রাম অফিসার খীষ্টফার কুইয়ার সঞ্চালনায় নগর কথা: প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন নগরী গঠনে নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। কর্ণফুলী এরিয়া প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাশের এরিয়া প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনি রোজারিওর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংলাপে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বক্তব্য রাখেন সপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী আলী সিকদার, উপকুল উন্নয়ন সংস'ার প্রধান নির্বাহী লিটন, সবুজের যাত্রা উন্নয়ন সংস্থার প্রধান নির্বাহী সায়েরা বেগম, কর্ণফুলী কর্মজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি জোসনা বেগম, সিডিসি সংস্থার প্রধান নির্বাহী লুৎফুন্নেসা রুপসা, ডব্লিউএসইউপি'র প্রোগ্রাম লিড মো. খোরশেদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওগ্রাফি এন্ড এভাইরনমেন্টাল ষ্টাডিস বিভাগের অধ্যাপক ড. অলক পাল।প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং হানাহানির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান ব্যক্তকরে সবাই মিলে একটি নিরাপদ শহর গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন। যেখানে ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সব মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। এ শহর আমার একার নয়, এটি আমাদের সবার। সবাই মিলে আমরা একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ এবং দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ উপহার দেব।তিনি আরো বলেন, নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্য্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ করতে চাই। স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে বিশেষ করে ডায়ালাইসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। যেখানে সাশ্রয়ী মূল্যে কিডনি রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, “ডায়ালাইসিসের পেছনে অনেক টাকা খরচ হয়। এজন্য কিডনি রোগীদের জন্য আমরা স্বল্প মূল্যে ডায়ালাইসিস প্রদানের জন্য পরিকল্পনা করছি।” এছাড়াও, শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি ওয়ার্ডে চালু করার উদ্যোগের কথাও জানান তিনি।পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানকে অগ্রাধিকার দিয়ে মেয়র বলেন, “চট্টগ্রামের প্রতিটি ওয়ার্ডকে পরিষ্কার রাখতে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করতে চাই। প্লাস্টিক, পলিথিন এবং কক্‌শিটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এগুলোর বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বাড়ানো জরুরি। কারণ, এসব উপাদান জলাবদ্ধতার প্রধান উপরণ।”তিনি কর্ণফুলী নদী এবং শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে

কর্ণফুলীর তলদেশে জমে থাকা পলিথিনের স্তরের দিকে ইঙ্গিত করে মেয়র বলেন, "নালায় ২-৩ ফুট পলিথিন জমে আছে। এটি আমাদের জলাবদ্ধতার মূল কারণ। এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে।"

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮